যায়যায়দিন

তারিখ 03 JUN 2008
পৃষ্ঠা ...

রাজশাহী জুড়ে শিক্ষা ব্যবসা

জামান শাহীন রাজশাহী অফিস

হীতে প্রায় ডজনখানেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি আউটার ক্যাম্পাস খুলে ব্যবসা করছে। দূরশিক্ষণ বন্ধ করে পরও তা চলছে ওইসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সরকার কা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি-আমবানের কার্যক্রম অনুমোদন ঘোষণা করলেও রাজশাহীতে এর একটি শাখা দিব্যি চালিয়ে 'শিক্ষা ব্যবসা'। আর প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রতিনিধি দল রাজশাহীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরে দিলেও কেন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না সেই প্রশ্ন এখন অভিজ্ঞ ।

্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ সূত্র শুধু আন্তর্জাতিক ইসলামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আহসানউল্লাহ ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, লিডিং ার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি - এ ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস খোলার দন আছে। আর এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, শান্ত-মরিয়ম ার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি ও সাউথ ইস্ট ার্সিটি- এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম র অনুমতি কিন্তু ২০০৭ সালের ২৩ অক্টোবর সরকারের ণালয়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদিত-অননুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই মূল ক্যাম্পাসের আউটার ক্যাম্পাসও দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালাতে না। তবে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ্য যারা ভর্তি হয়েছে তাদের কোর্স সমাপ্ত করতে । এ হিসেবে রাজশাহীতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, দারুল ইউনিভার্সিটি, ইউআইটিএস ইউনিভার্সিটিসহ ক ১০-১২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তে আউটার ক্যাম্পাসে বিবিএ/এমবিসহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম যাচ্ছে। আর আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির ন বাতিল করা হয় প্রায় বছর দেড়েক আগে। কিন্তু ও রাজশাহীতে তারা ব্যবসা করছে অবৈধভাবে। এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটির রাজশাহী ক্যাম্পাসের কো-অর্ডিনেটর মজুর বলেন, যখন আউটার ক্যাম্পাস খোলা হয় তখন এ বিষয়ে র সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা ছিল না। এখন সরকার দিয়েছে যদি কেউ আউটার ক্যাম্পাস খুলতে চায় তবে ২ টাকা জমা দিতে হবে। নিজস্ব জায়গায় নিজস্ব বিল্ডিং, ই থাকতে হবে এবং একজন প্রোভিসি নিয়োগ করতে হবে ক্যাম্পাসে। সে হিসেবে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি আবেদন সরকারের কাছে। ইতিমধ্যে রাজশাহী মহানগরীর কুর এলাকায় প্রায় চার একর জমিতে ৬ তলা ফাউন্ডেশনের ডিংয়ের কাজ চলছে। অন্য কন্ডিশনগুলোও পূরণ করার শেষ এছাড়া একজন প্রোভিসির নিয়োগও প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে তাতেও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত বলে মনে করেন তিনি।

ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তারা হলো ড. জামিনুর রহমান, রফিকুল ইসলাম লাট্টু এবং লাট্টুর ছেলে রাকিবুল ইসলাম রনো। পুলিশ জানায়, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনলাইন বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির নামে প্রতারণা করে আসছিল ড. জামিনুর রহমান। কোনোরকম অনুমোদন না থাকার পরও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনলাইন বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির ভুয়া দুটি শাখা খুলে প্রতিষ্ঠানটির কান্ট্রি ডিরেক্টর ও পরিচালক সাজেন তিনি। শিক্ষার্থীপ্রতি ৫ থেকে ১৫ হাজার টাকা ভর্তি ফি নিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়-এ চক্রটি। অক্সফোর্ড ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বলে আরো একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠান রাজশাহী ইন্সটিটিউট অফ বিজনেস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি (রিবিট) খোলা হয়। চেয়ারম্যান মোঃ রফিকুল ইসলাম লাট্টু এবং পরিচালক মোঃ রাকিবুল ইসলাম রনো। মঙ্গলবার রাতে মহাগর পুলিশ, ডিবি পুলিশ এবং সিটি এসবির যৌথ উদ্যোগে লাট্টু এবং রনোকে রাজশাহী থেকে গ্রেফতার করছে। আর কথিত ড. জামিনুর রহমানকে রাজশাহী মহানগর পুলিশের অনুরোধে ঢাকার আদাবর থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় নগরীর বোয়ালিয়া মডেল থানায় তিনটি মামলা হয়েছে।

গত বুধবার জামিনুর রহমানকে ঢাকা থেকে রাজশাহীতে নিয়ে এলে বিকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গ্রেফতারকৃতদের উপস্থিত করে প্রেস ব্রিফিং করেন আরএমপি কমিশনার (অতিরিক্ত দায়িত্বে) ব্যারিস্টার জিল্লুর রহমান। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ডিবি পুলিশের এসি মাহফুজুর রহমান এবং সিটিএসবির এসি আকরাম হোসেন। আরএমপি কমিশনার বলেন, জাতীয় স্বার্থে এ প্রতারকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। এসব ভুয়া প্রতিষ্ঠানের শিকার মূলত গ্রামের সাধারণ মানুষজন। সার্টিফিকেটের লোভে ভিটেমাটি বিক্রি করে প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছে এরা। অনুমতি না থাকার পরও আউটার ক্যাম্পাস খুলে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসা করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ভর্তি থাকায় সেটাকে পুঁজি করেই ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যারিস্টার জিল্লুর রহমান জানান, আইনে সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না অনুমোদনহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। সীমাবদ্ধতাটা হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ১৯৯৮ এর ধারা ২০ এর খ (২) এ বলা আছে, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল মূল ক্যাম্পাসেরই অনুমোদন রয়েছে অথচ তারা আউটার ক্যাম্পাস খুলে বসে আছে তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সরকারি উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তার পক্ষ থেকে অভিযোগ না এলে তা আদালতে আমলযোগ্য হবে না। এ কারণে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দফতর থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। যেগুলো একবারেই কোনো বৈধতা নেই কেবল সেগুলোর বিরুদ্ধে তারা অভিযান চালাচ্ছেন বলে জানান তিনি। অন্যদিকে বেসরকারিভাবে পরিচালিত মেডিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজশাহীতে শুধু ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজেরই অনুমোদন রয়েছে। আর কোনোটির অনুমোদন নেই